পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর

প্রশাসনিক ভবন

টেলিফোন: ০৮৮২৫৮৮৮৪৪৯৮১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি তারিখ: ২৬/০৭/২০২৬

বিশ্বের সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ গড়ে তুলতে হবে- শিমুল বিশ্বাস

পাবিপ্রবির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

(২৬-০৭-২০২৬) : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পটভূমিতে শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সারাবিশ্বের সাথে সংযোগ ঘটাতে হবে। পৃথিবীকে নিজের মতো সাঁজাতে হবে। সে জন্য মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তরুণেরা সূর্যের মতো পৃথিবীকে আলোকিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনটা স্মৃতিতে গেঁথে রাখার জন্য জীবনে সফল হতে হবে। আগামীর পৃথিবীটা হবে তোমাদের। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে একথা বলেছেন পাবনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মো. শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।
আজ রবিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের। রাষ্ট্রীয় কাজে ঢাকায় ব্যস্ত থাকায় তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্মারক দিয়ে সম্মানিত অতিথি এবং নবীনদের বরণ করে নেওয়া হয়।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি মো. শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের সবসময় পরিবারের মর্যাদার কথা স্মরণ রাখতে হবে। তাঁকে পিতামাতার স্বপ্নের কথা স্মরণে রাখতে হবে। নিজের দক্ষতা দিয়ে পরিবার দেশ ও সমাজের জন্য অবদান রাখতে হবে। তিনি ১৯৭১, ২০২৪ সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদ, বিপ্লবী ও ত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সবসময় পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের আরেক সম্মানিত অতিথি পাবনা -২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব বলেন, শিক্ষা দীক্ষা, রাজনৈতিকভাবে যতই বড় হই না কেন মানবিকতাকে বড় করে দেখতে হবে। পরিবারের জন্য, দেশের জন্য ভাবতে হবে। নিজের ভীতরে মানবিকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানবসেবা, দেশপ্রেম নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। একা ভালো থাকা যায় না। পুরো সমাজকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। জীবনে ব্যর্থ হওয়া যাবে না। প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হতে হবে।
তিনি আরও বলেন, মানবিক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ত্যাগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ গঠনে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।
সংরক্ষিত মহিলা আসন-৯ এর মাননীয় সংসদ সদস্য হেলেন জেরিন খান বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বড় বাজেট দিয়েছে। তরুণ সমাজ যাতে উপকৃত হয়, দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠে সেজন্য সরকার তৃতীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন।
সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩০ এর মাননীয় সংসদ সদস্য আরিফা সুলতানা বলেন, পরিশ্রম মানুষকে তার সাফল্যের দ্বারে নিয়ে যায়। নিজেকে তৈরি করার জন্য পরিশ্রমের বিকল্প নাই।

নওগাঁ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হাছানাত আলী বলেন, সাম্প্রতিক সময়ের নানা নেশার কথা শোনা যায়, কিন্তু শিক্ষার্থীদের নেশা হওয়া উচিত জ্ঞান অন্বেষণের। তাদেরকে জানতে চাওয়ার, প্রশ্ন করতে চাওয়ার সংস্কৃতি নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। কোন কিছু না জানা অপরাধ নয়; জানতে না চাওয়াটা হলো অপরাধ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর বলেন, আমাদের সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের অভাব রয়েছে। আমাদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ নৈতিকাতসম্পন্ন দায়িত্বশীল মানুষ হতে হবে। মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। যাদের ট্যাক্সের পয়সার দেশ পরিচালিত হয় তাদেরকে সম্মান দেওয়ার সংস্কৃতি শিক্ষা জীবন থেকে গড়ে তুলতে হবে।।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তাহমিনা আখতার বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া এখন আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। বেশিরভাগ সময় এতে চলে যাচ্ছে। এর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সময় একটি বড় অস্ত্র। এই অস্ত্র ঠিক সময়ে ঠিক মতো ব্যবহার না করলে পিছিয়ে পড়তে হবে। লেখাপড়াটা যেন শুধু সার্টিফিকেটে সীমাবদ্ধ না থাকে। সার্টিফিকেটের চেয়ে দক্ষতা বেশি মর্যাদাশীল যোগ্যতা।

ওরিয়েন্টশন স্পীকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রশীদ বলেন, জ্ঞান সৃষ্টি হয় প্রশ্ন থেকে, কৌতুহল থেকে। মানুষ যদি প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে জীবন থেমে যাবে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা অব্যাহত রাখতে হবে। মানুষ যেদিন শেখা বন্ধ করে দেবে সে দিন সে বার্ধ্যক্যে উপনীত হবে। সময়কে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হিসেবে জীবন গঠন করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বলেন, ব্যর্থতাকে ভয় পেওনা ব্যর্থতার পিছনে সাফল্য থাকে। ব্যর্থতার পিছনে লেগে থাকলে সাফল্য পাওয়া যায়।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু শেখার জায়গা নয়, এটি স্বপ্ন দেখারও জায়গা। স্বপ্ন দেখতে পারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি। বিশ্বকে বদলে দিতে, বড় কিছু করতে স্বপ্ন দেখাটা জরুরি। স্বপ্ন কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। স্বপ্নের পরাজয় নেই। জীবনে সফল হতে হলে বড় বড় স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। শিক্ষা মানুষকে সভ্য করে কিন্তু চাকরী দেয়না। চাকরি দেয় দক্ষতা। আজকের দুনিয়ায় একটি দক্ষতা অনেক সময় একটি ডিগ্রীর চেয়েও বেশি শক্তিশালী সম্পদ। তিনি আরও বলেন, নিজেকে মূল্য দেওয়া শেখ, নিজেকে দামী বানাও। নিজের একটি পরিচয় তৈরি করো। বাবা মার জন্য হলেও নিজের একটি পরিচয় তৈরি করো। তাদেরকে গর্বিত করো। জীবনে আসল সফলতা হলো মানুষ হওয়া, মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া।

এছাড়া আরও বক্তব্য দেন উপ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলিজ অনুষদের ডিন ড. অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শামিম রেজা, বিজনেজ ষ্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসিবুর রহমান ও জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল ইসলাম।

অনুষ্টানের শুরুতে পাঁচ অনুষদের পাঁচ শিক্ষার্থীকে ফুল এবং একটি ইনডোর প্ল্যান্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ডিন মহোদয়রা শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
২৬/০৭/২০২৬
(মো. ফারুক হোসেন চৌধুরী)
অতিরিক্ত পরিচালক
জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।
০১৭১১৯৪২২১২